বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ
website: www.bb.org.bd

ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ

বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৬

তারিখ: ২৮ নভেম্বর ২০২৩ / ১৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩০

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক এবং জামানত মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান

প্রিয় মহোদয়,

জামানত মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানীর তালিকাভুক্তিকরণ নীতিমালা।

ব্যাংক কোম্পানী (সংশোধন) আইন, ২০২৩ এর মাধ্যমে ধারা ২৯ক সংযোজন করা হয়েছে। উক্ত ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে কোনো ব্যাংকের ঋণ (ইসলামী শরিয়াহ্ ভিত্তিক ব্যাংকের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ) গ্রহীতা কর্তৃক গৃহীত বা গৃহীতব্য ঋণের বিপরীতে প্রদত্ত জামানত (Collateral) মূল্যায়নের জন্য যোগ্য জামানত মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ব্যাংকে তালিকাভুক্ত হতে হবে। ঋণ ঝুঁকি প্রশমনে ব্যাংক কর্তৃক ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে সাধারণত স্থাবর সম্পত্তি যথা জমি ও ইমারত এবং অস্থাবর সম্পত্তি তথা মেশিনারিজ, সহজে বিপণনযোগ্য দ্রব্যাদি প্রভৃতি জামানত হিসেবে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। ব্যাংকিং খাতে ঋণের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, ঋণ শৃঙ্খলা বজায় রাখা, খেলাপী ঋণ আদায়, অবলোপন, নন-ব্যাংকিং সম্পদ অন্তর্ভুক্তিকরণ, ঋণ পুনঃতফসিলিকরণসহ শ্রেণিকৃত ঋণের বিপরীতে রক্ষিতব্য প্রভিশন সঠিকভাবে হিসাবায়ন ইত্যাদি প্রয়োজনে ঋণের বিপরীতে গৃহীত জামানতের যথাযথ ও নির্ভরযোগ্য মূল্যায়ন অতীব জরুরি। যথাযথ ও নির্ভরযোগ্য মূল্যায়ন নিশ্চিতকরণের জন্য যোগ্য জামানত মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের ন্যূনতম যোগ্যতা ও উপযুক্ততা নির্ধারণ সাপেক্ষে তালিকাভুক্তি এবং তালিকা প্রকাশ অত্যাবশ্যক। কোনো ব্যাংকের ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক গৃহীত বা গৃহীতব্য ঋণের বিপরীতে প্রদত্ত জামানত (Collateral) মূল্যায়নের জন্য যোগ্য জামানত মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে একটি সুনির্দিষ্ট, স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক তালিকাভুক্তিকরণের নিমিত্ত এ নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো।

২. জামানত মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠানের ন্যূনতম যোগ্যতা/অযোগ্যতা

২.১ তালিকাভুক্তির জন্য জামানত মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠানের নিম্নোক্ত ইন্সটিটিউশন/এসোসিয়েশনসমূহের মধ্যে ন্যূনতম একটির সদস্যপদ থাকতে হবে:

(ক) বাংলাদেশ সার্ভে এন্ড ভ্যালুয়েশন কোম্পানিজ, ফার্মস এন্ড ইন্ডিভিজুয়াল কন্সার্নস এসোসিয়েশন (বিএসভিসিএফআইসিএ);

(খ) বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স সার্ভেয়ার্স এসোসিয়েশন; অথবা

(গ) বাংলাদেশ ব্যাংকের বিবেচনায় সমজাতীয় স্বীকৃত কোনো পেশাজীবী সংগঠন।

২.২. অনুচ্ছেদ ২.১ এ উল্লিখিত সংগঠনের সদস্য ছাড়াও ইন্সটিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্টেন্টস অব বাংলাদেশ এবং ইন্সটিটিউট অব কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট একাউন্টেন্টস অব বাংলাদেশ এর সদস্য এ সার্কুলারে উল্লেখিত শর্তসমূহ পূরণ সাপেক্ষে তালিকাভুক্তির জন্য আবেদন করতে পারবে;

২.৩. ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান/সরকারি প্রতিষ্ঠান/ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী/মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানীতে জামানত মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠানের সার্ভে/ ভ্যালুয়েশন কাজে ন্যূনতম ৩ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে;

২.৪. জামানত মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে তালিকাভুক্তির ক্ষেত্রে ব্যক্তিমালিকানাধীন, অংশীদারী বা লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে বিদ্যমান আইনে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিবন্ধন থাকতে হবে;

২.৫. জামানত মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠানে দক্ষ ও অভিজ্ঞ জনবল (হিসাবরক্ষক, পুরপ্রকৌশলী, যন্ত্রপ্রকৌশলী, ডিপ্লোমা প্রকৌশলী ইত্যাদি- প্রযোজ্যতা অনুসারে) এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সার্ভেয়ার থাকতে হবে;

২.৬. মূল্যায়ন কাজে প্রতিষ্ঠানের আধুনিক যন্ত্রপাতিসহ (e.g. survey equipments, tools, machinery ইত্যাদি) প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সুবিধা থাকতে হবে;

২.৭. প্রতিষ্ঠানের একটি নিবন্ধিত অফিস থাকতে হবে;

২.৮. প্রতিষ্ঠানের হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স থাকতে হবে;

২.৯. প্রতিষ্ঠানের বিজনেস আইডেন্টিফিকেশন নম্বর (BIN) ও ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নম্বর (TIN) থাকতে হবে;

২.১০. প্রতিষ্ঠান, প্রতিষ্ঠানের মালিকানায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, পরিচালক, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার সন্তোষজনক সিআইবি রিপোর্ট থাকতে হবে। উল্লিখিত প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ৫(গগ) ধারা মোতাবেক ঋণ খেলাপী হিসেবে চিহ্নিত হলে উক্ত প্রতিষ্ঠান তালিকাভুক্তির জন্য যোগ্য হবে না;

২.১১. প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের হালনাগাদ নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী থাকতে হবে;

২.১২. প্রতিষ্ঠানের মালিকানায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, পরিচালক, ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী ও প্রধান মূল্যায়ক/সার্ভেয়ার আদালতের নির্দেশনার সূত্রে তার/তাদের কৃত আর্থিক অনিয়ম কিংবা ফৌজদারি অপরাধের কারণে সাজাপ্রাপ্ত অথবা যে কোনো পরিমাণ অর্থদন্ডে দন্ডিত হলে উক্ত প্রতিষ্ঠান তালিকাভুক্তির জন্য অযোগ্য হবে। তবে দন্ড ভোগের পর ৩ বছর অতিবাহিত হলে উক্ত প্রতিষ্ঠান তালিকাভুক্তির জন্য আবেদন করতে পারবে।

৩. অধিকতর যোগ্যতা

জামানত মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে তালিকাভুক্তিতে কতিপয় অধিকতর যোগ্যতা অগ্রাধিকার প্রাপ্তির জন্য বিবেচিত হবে। তবে উক্ত যোগ্যতা ব্যতিরেকেও কোনো প্রতিষ্ঠান তালিকাভুক্তির জন্য আবেদন করতে পারবে। যেমন:-

৩.১. প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কাজে নতুন প্রযুক্তি আত্তীকরণের সক্ষমতা;

৩.২. স্থায়ী জনবলের মধ্যে Cost and Management Accountant (CMA), Chartered Accountant (CA, ACCA), CFA (Chartered Financial Analyst), Chartered General Accountant (CGA), Chartered Global Management Accountant (CGMA), Certified Accounting Technician (CAT), Certified Valuation Analyst (CVA), Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ইত্যাদি প্রফেশনাল ডিগ্রিধারীর অন্তর্ভুক্তি;

৩.৩. ন্যূনতম ৩টি ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জামানত মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে তালিকাভুক্ত থাকা;

৩.৪. প্রধান মূল্যায়ক/সার্ভেয়ারের সংশ্লিষ্ট কাজে ৫ বছর বা তার অধিক সময়ের অভিজ্ঞতা।

৪. তালিকাভুক্তির প্রক্রিয়া

জামানত মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের আবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক তালিকাভুক্তির কার্যক্রম শুরু হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক জামানত মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠানের আবেদন মূল্যায়ন প্রক্রিয়া অনুসরণ করে পঞ্জিকাবর্ষের প্রতি ষান্মাষিকে যোগ্য জামানত মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের হালনাগাদ তালিকা প্রকাশ করবে। জামানত মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠানের তালিকাভুক্তির মেয়াদ হবে সর্বোচ্চ ৩ বছর। জামানত মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে তালিকাভুক্তির তারিখ হতে প্রতি ৩ বছর অন্তে (মেয়াদপূর্তির ৬ মাস পূর্বে) পুনরায় তালিকাভুক্তির জন্য আবেদন করতে হবে। তবে উল্লেখ থাকে যে, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক তালিকাভুক্তির সময়ে প্রদত্ত শর্ত/নির্দেশনা সঠিকভাবে পরিপালন করতে ব্যর্থ হলে, কিংবা কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণে ৩ বছরের পূর্বে যে কোনো সময়ে কোনো প্রতিষ্ঠানকে অ-তালিকাভুক্ত করতে পারবে। জামানত মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রথমবার তালিকাভুক্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটের পাশাপাশি ২টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় (একটি বাংলা ও একটি ইংরেজি) বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে।

৫. আবেদন প্রক্রিয়া

৫.১. জামানত মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে তালিকাভুক্তির লক্ষ্যে পরিচালক (বিআরপিডি), ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর নিকট আবেদন দাখিল করতে হবে।

৫.২. পঞ্জিকাবর্ষের প্রতি ষান্মাসিকের শেষ মাসের (জুন ও ডিসেম্বর) ০১ হতে ১৫ তারিখের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে আবেদন দাখিল করতে হবে। উক্ত সময়ের পর দাখিলকৃত আবেদন বিবেচনাযোগ্য হবে না।

৫.৩. আবেদন মূল্যায়ন ফি বাবদ নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক, মতিঝিল অফিস বরাবর ইস্যুকৃত ৫,০০০/- টাকার পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট (অফেরতযোগ্য) জমা দিতে হবে।

৬. আবেদনের ছক

নির্ধারিত ছকে তথ্যাদিসহ (প্রমাণক সংযুক্তকরত) আবেদনপত্র দাখিল করতে হবে (সংযোজনী-ক ও সংযোজনী-খ দ্রষ্টব্য)।

৭. আবেদনপত্রের সাথে দাখিলতব্য দলিলাদি/কাগজপত্রাদি

(ক) হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স এর অনুলিপি;

(খ) হালনাগাদ আয়কর রিটার্ন জমাদানের প্রমাণপত্রের অনুলিপি এবং ই-টিন সার্টিফিকেটের অনুলিপি;

(গ) ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেট;

(ঘ) অংশীদারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে অংশীদারি দলিলের নোটারাইজ্ড কপি এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বরের কপি;

(ঙ) প্রাইভেট লিঃ/পাবলিক লিঃ কোম্পানীর ক্ষেত্রে মেমোরেন্ডাম এন্ড আর্টিকেলস্ অব এসোসিয়েশন এর অনুলিপি;

(চ) জামানত মূল্যায়ক/সার্ভেয়ার হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতার সপক্ষে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান (ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান/সরকারি প্রতিষ্ঠান/ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী/মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানী) কর্তৃক স্বাক্ষরিত ঘোষণাপত্র;

(ছ) কোনো ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানে তালিকাভুক্ত থাকলে প্রতিষ্ঠানের নামসহ তালিকাভুক্তির প্রমাণ/চুক্তিপত্রের অনুলিপি;

(জ) প্রতিষ্ঠানে কর্মরত প্রকৌশলী/সার্ভেয়ার/কর্মকর্তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার সনদের অনুলিপি;

(ঝ) প্রতিষ্ঠানের পরিচালক/মালিক/অংশীদার ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাগণের জাতীয় পরিচয়পত্রের অনুলিপি;

(ঞ) সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশনের সদস্যপদ সংক্রান্ত সনদের অনুলিপি অথবা সদস্যপদের প্রমাণপত্র; এবং

(ট) প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সর্বশেষ সম্পাদিত জামানত/সম্পদ মূল্যায়ন প্রতিবেদনের অনুলিপি।

৮. মূল্যায়ন প্রক্রিয়া

৮.১. আবেদনপত্র মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে। তালিকাভুক্তির ন্যূনতম যোগ্যতা থাকা সাপেক্ষে জামানত মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে তালিকাভুক্তির মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার জন্য বিবেচনা করা হবে;

৮.২. জামানত মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রাপ্ত স্কোর এর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানসমূহকে যথাক্রমে 'ক' ও 'খ' গ্রুপে শ্রেণিভুক্ত করা হবে;

৮.৩. আবেদনপত্রের সাথে মূল্যায়নের জন্য 'সংযোজনী-গ' মোতাবেক অধিকতর তথ্য (প্রয়োজনীয় দলিলাদি সন্নিবেশকরত) প্রেরণ করতে হবে;

৮.৪. বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজন মনে করলে তথ্যাদি যাচাইয়ের নিমিত্ত সমর্থিত দলিলাদি দাখিল করার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশনা প্রদান করতে পারবে;

৮.৫. বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শনদল যে কোনো সময় জামানত মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ সরেজমিনে পরিদর্শন করতে পারবে;

৮.৬. বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক তালিকাভুক্তির পূর্বে সকল তফসিলি ব্যাংককে উক্ত ব্যাংকসমূহ কর্তৃক তালিকাভুক্ত বা জামানত মূল্যায়ন কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছে এমন জামানত মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠানের তথ্য 'সংযোজনী-ঘ' মোতাবেক বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট প্রেরণ করতে হবে;

৮.৭. নির্ধারিত মূল্যায়ন পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাপ্ত স্কোরের ভিত্তিতে ও উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে যোগ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকাভুক্তির একক এখতিয়ার বাংলাদেশ ব্যাংক সংরক্ষণ করবে। উল্লেখ্য, কোনো জামানত মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান তালিকাভুক্তির জন্য যোগ্য বিবেচিত না হলে পরবর্তীতে নির্ধারিত যোগ্যতা অর্জন সাপেক্ষে এ নীতিমালায় বর্ণিত প্রক্রিয়ায় তালিকাভুক্তির জন্য পুনরায় আবেদন করতে পারবে যা পরবর্তী তালিকাভুক্তির সময় বিবেচনায় নেয়া হবে।

৯. তালিকা প্রকাশ

যথাযথ মূল্যায়ন প্রক্রিয়া শেষে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সার্কুলার লেটারের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে জামানত মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা প্রকাশ করা হবে।

১০. রিপোর্টিং

তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানকে নির্ধারিত রিপোর্টিং ফরম্যাটে (সংযোজনী-ঙ) বার্ষিক ভিত্তিতে (পরবর্তী বছরের জানুয়ারি মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে) ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর নিকট প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।

১১. পারফরমেন্স মূল্যায়ন

প্রতিষ্ঠানের প্রেরিত তথ্যাদি, বার্ষিক রিপোর্ট, পরিদর্শন ও অন্যান্য মাধ্যম হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংক তালিকাভুক্ত জামানত মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠানকে বার্ষিক ভিত্তিতে পুনঃমূল্যায়ন করবে।

১২. ব্যাংক কর্তৃক রিপোর্টিং

জামানত মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের পারফরমেন্স মূল্যায়নের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যের বস্তুনিষ্ঠতা নিশ্চিতকরণের প্রয়োজনে বার্ষিক ভিত্তিতে সংযোজনী-চ মোতাবেক তথ্য সকল তফসিলি ব্যাংক কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

১৩. অ-তালিকাভুক্তি

১৩.১. তালিকাভুক্তির পর বাংলাদেশ ব্যাংকের মূল্যায়নের ভিত্তিতে জামানত মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠানের তালিকা হালনাগাদকরণ এবং যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকলে কোনো প্রতিষ্ঠানকে অ-তালিকাভুক্তি করা হবে;

১৩.২. তালিকাভুক্ত জামানত মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের বার্ষিক ভিত্তিতে পারফরমেন্স পুনঃমূল্যায়নে প্রাপ্ত স্কোর নির্দিষ্ট সীমার কম হলে, ভুল বা অসত্য তথ্য প্রদান, তথ্য গোপন, জাল-জালিয়াতি, অবমূল্যায়ন, অতিমূল্যায়ন প্রমাণিত হলে, আদালত কর্তৃক দন্ডিত বা নিষেধাজ্ঞা প্রাপ্ত হলে, ঋণগ্রহীতার সাথে যোগাযোগ স্থাপন বা সুপারিশ গ্রহণ, কোনো ব্যাংক কর্তৃক অভিযোগ দাখিল ও তা প্রমাণিত হলে এবং এ নীতিমালার কোনো নির্দেশনার লঙ্ঘন বা শর্ত পরিপালনে ব্যর্থতা ইত্যাদি কারণে মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অ-তালিকাভুক্ত করা হবে;

১৩.৩. অ-তালিকাভুক্ত হওয়ার কারণে সংক্ষুব্ধ প্রতিষ্ঠান ১৪ কার্যদিবসের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে পুনরায় তালিকাভুক্তির জন্য ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর নিকট আপিল করতে পারবে। অ-তালিকাভুক্ত হওয়ার পর হতে পুনরায় তালিকাভুক্ত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত প্রতিষ্ঠান ব্যাংকের ঋণগ্রহীতার জামানত মূল্যায়নের জন্য যোগ্য মর্মে বিবেচিত হবে না। এক্ষেত্রে, চলমান মূল্যায়ন প্রক্রিয়া সম্পাদনের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংক তালিকাভুক্ত অন্য কোনো মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগ দিতে পারবে।

১৩.৪. কোনো প্রতিষ্ঠান অ-তালিকাভুক্ত হলে উক্ত প্রতিষ্ঠান ন্যূনতম ১ বছর হতে সর্বোচ্চ ৩ বছর পর্যন্ত অ-তালিকাভুক্ত থাকবে। অ-তালিকাভুক্তির মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার পর যথানিয়মে নতুনভাবে তালিকাভুক্তির জন্য আবেদন করতে পারবে। অ-তালিকাভুক্তি সংক্রান্ত জারিতব্য সার্কুলার লেটারে উক্ত সময়সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হবে;

১৩.৫. জামানত মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠানের অ-তালিকাভুক্তি সংক্রান্ত বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত মর্মে গণ্য হবে।

১৪. পরিদর্শন

জামানত মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠানকে তালিকাভুক্তির যে কোনো পর্যায়ে বা তালিকাভুক্তির পর নোটিশ প্রদানকরত অথবা জনস্বার্থে অত্যাবশ্যক হলে কোনো প্রকার নোটিশ প্রদান ব্যতিরেকেই বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধিদল উক্ত প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে। পরিদর্শনকালে যাচাইয়ের নিমিত্ত যে কোনো তথ্য/দলিলাদি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সরবরাহ করতে বাধ্য থাকবে। তালিকাভুক্তির আবেদনের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে এ সংক্রান্ত শর্তে সম্মত রয়েছে মর্মে একটি অঙ্গীকারনামা দাখিল করতে হবে (সংযোজনী-ছ দ্রষ্টব্য)।

১৫. সাধারণ নির্দেশনাবলীঃ

১৫.১. অনূর্ধ্ব ০১ (এক) কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণ মঞ্জুরী, সীমা বর্ধিতকরণ বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নবায়নের সময় ঋণের বিপরীতে গৃহীত/গৃহীতব্য সম্পত্তি, মালামাল, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি মূল্যায়ন ব্যাংকের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় করতে পারবে। তবে এক্ষেত্রে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ ব্যাংকের তালিকাভুক্ত জামানত মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান দ্বারাও বন্ধকীকৃত/বন্ধকীতব্য সম্পত্তির মূল্যায়ন করতে পারবে;

১৫.২. ০১ (এক) কোটি টাকা ও তদূর্ধ্ব অংকের ঋণ মঞ্জুরী, বর্ধিতকরণ, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নবায়নের সময় বাংলাদেশ ব্যাংকের তালিকাভুক্ত জামানত মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জামানত/সহজামানত হিসেবে গৃহীত/গৃহীতব্য সম্পত্তি, মালামাল, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি মূল্যায়ন করতে হবে। জামানত মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উক্ত মূল্যায়ন যথাযথভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য তালিকাভুক্ত জামানত মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি ব্যাংক তার নিজস্ব ব্যবস্থাপনায়ও উক্ত জামানত মূল্যায়ন করতে পারবে;

১৫.৩. ১০০ (একশত) কোটি টাকা বা তদূর্ধ্ব অঙ্কের ঋণ মঞ্জুরী, বর্ধিতকরণের বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নবায়নের সময় গৃহীত/গৃহীতব্য জামানত (সম্পত্তি, মালামাল, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি) ন্যূনতম দুইটি জামানত মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান দ্বারা পৃথকভাবে মূল্যায়ন করাতে হবে;

১৫.৪. একাধিক মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান বা মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি ব্যাংকের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় মূল্যায়নের ক্ষেত্রে উভয়পক্ষের মূল্যায়নের মধ্যে যে মূল্যায়ন ব্যাংকের জন্য অধিকতর অনুকূলে হবে তা গ্রহণ করতে হবে। তবে উভয় মূল্যায়নের ব্যবধান ২০% এর অধিক হলে ব্যাংক মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট ব্যাখ্যা চাইতে পারবে;

১৫.৫. অ-ব্যাংকিং সম্পদসহ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অন্যান্য যে সকল ক্ষেত্রে পেশাজীবী প্রতিষ্ঠান বা মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মূল্যায়নের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে সে সকল ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ ব্যাংকের তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠান দ্বারা মূল্যায়ন করতে হবে;

১৫.৬. বাংলাদেশ ব্যাংকের তালিকাভুক্ত জামানত মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান কোনো ব্যাংকের ঋণের জামানত মূল্যায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমে অপর কোনো জামানত মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান (তালিকাভুক্ত অথবা তালিকাভুক্ত নয়) কে অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে না। তবে প্রয়োজনে এ সংক্রান্ত কার্যক্রম সঠিকভাবে সম্পন্ন করার নিমিত্ত বিশেষ দক্ষতা বা প্রযুক্তিগত দক্ষতা সম্পন্ন ব্যক্তিকে উপদেষ্টা/পরামর্শক হিসেবে নিযুক্ত করা যাবে।

১৬. অন্যান্য নির্দেশনা

১৬.১. তালিকাভুক্তির আবেদন দাখিল করার সময় প্রধান মূল্যায়ক এর সর্বোচ্চ বয়সসীমা হবে ৭৫ বছর;

১৬.২. ব্যাংক কর্তৃক কোনো জামানত পুনঃমূল্যায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের তালিকাভুক্ত অন্য যে কোনো উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগ দিতে হবে;

১৬.৩. প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা, ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যে নামেই অভিহিত হোক না কেন) ও প্রধান মূল্যায়ক/সার্ভেয়ার পরিবর্তন হলে পরিবর্তনের তথ্য বাংলাদেশ ব্যাংককে উক্ত পরিবর্তনের ৩০ দিনের মধ্যে অবহিত করতে হবে;

১৬.৪. কোনো জামানত মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট ইন্সটিটিউশন/এসোসিয়েশন এর সদস্য পদ রহিত/বাতিল হলে তাৎক্ষণিকভাবে বাংলাদেশ ব্যাংককে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে;

১৬.৫. ১০০ (একশত) কোটি টাকা ও তদূর্ধ্ব অঙ্কের ঋণের বিপরীতে প্রদত্ত জামানত মূল্যায়নের জন্য জামানত মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে কমপক্ষে একটি প্রতিষ্ঠান আবশ্যিক ভাবে তালিকার 'ক' গ্রুপে শ্রেণিভুক্ত হতে হবে;

১৬.৬. যে সময়ে জামানত মূল্যায়ন করা হবে তার পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে ব্যাংকের শ্রেণিকৃত ঋণের হার ১০ শতাংশ বা তদূর্ধ্ব হলে উক্ত ব্যাংকের ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকা ও তদূর্ধ্ব অঙ্কের ঋণ মঞ্জুরীর ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে 'ক' গ্রুপে শ্রেণিভুক্ত জামানত মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান দ্বারা গৃহীত/গৃহীতব্য জামানত মূল্যায়ন কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে;

১৬.৭. জামানত মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠানের তালিকাভুক্তি ও অ-তালিকাভুক্তি সংক্রান্ত বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত নির্দেশনা চূড়ান্ত মর্মে গণ্য হবে।

১৭. আলোচ্য নীতিমালা পরিপালন এবং বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নীতিমালাটির বিষয়ে ব্যাংক কর্তৃক তাদের সংশ্লিষ্ট সকল জামানত মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করতে হবে।

১৮. এ নীতিমালায় বর্ণিত নির্দেশনা ও শর্তাদির বিষয়ে সময় সময় যে কোনো সংযোজন, বিয়োজন এবং পরিমার্জনের অধিকার বাংলাদেশ ব্যাংক সংরক্ষণ করে।

১৯. ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ২৯ক (ব্যাংক কোম্পানী (সংশোধন) আইন ২০২৩ এর মাধ্যমে সংযোজিত) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ নির্দেশনা জারি করা হল।

২০. এ নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(মোহাম্মদ শাহরিয়ার সিদ্দিকী)
পরিচালক (বিআরপিডি)
ফোনঃ ৯৫৩০২৫২

সংযোজনী-ক

জামানত মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান তালিকাভুক্তির আবেদনপত্র

সূত্র: তারিখ:

পরিচালক (বিআরপিডি)
ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

প্রিয় মহোদয়,

বিষয়: .....(প্রতিষ্ঠানের নাম) কে জামানত মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে তালিকাভুক্তির জন্য আবেদন

বিআরপিডি সার্কুলার নং-.... তারিখ:..... মোতাবেক নির্ধারিত ছকে যাচিত তথ্যাদি এতদ্সঙ্গে প্রেরণকরত ঋণের বিপরীতে ব্যাংকসমূহে প্রদত্ত জামানত/সম্পদ মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ..... (প্রতিষ্ঠানের নাম) কে তালিকাভুক্তির জন্য আবেদন জানাচ্ছি।

আমি এ মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, প্রেরিত সকল তথ্য সঠিক এবং সত্য। উপস্থাপিত তথ্যে কোনো ভুল/অসঙ্গতি/অসত্যতা পাওয়া গেলে এর জন্য আমি এবং আমার প্রতিষ্ঠান আইনত দায়ী থাকবে।

স্বাক্ষর:

নাম:

পদবী: (ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী/স্বত্বাধিকারী)

সিল:

সংযোজনী-খ

আবশ্যকীয় তথ্যাবলী

ক্রম	বিবরণী	
০১.	প্রতিষ্ঠানের নাম (বাংলা ও ইংরেজি):	
০২.	প্রধান নির্বাহী/ব্যবস্থাপনা পরিচালক (বা key person, যে নামেই অভিহিত হোক না কেন)	
০২.	ঠিকানা :	
০৩.	ফোন নম্বর:	
০৪.	মোবাইল:	
০৫.	ইমেইল:	
০৬.	ট্রেড লাইসেন্স নম্বর, তারিখ ও মেয়াদ:	
০৭.	ই-টিআইএন নম্বর:	
০৯.	হালনাগাদ Proof of submission of tax return (PSR) এর সাল (অনলাইন/অফলাইন):	
১০.	ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেট প্রদানকারী ব্যাংক ও তারিখ:	
১১.	প্রধান মূল্যায়কের নাম, পদবী (একাধিক হলে সকলের তথ্য):	
১২.	প্রতিষ্ঠানের ধরন (পাবলিক, সীমিতদায় প্রাইভেট, অংশীদারি, ব্যক্তি মালিকানাধীন):	
১৪.	শাখা/ইউনিটের সংখ্যা:	
১৫.	মূল্যায়ক/সার্ভেয়ার হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতার তথ্য: (বছর ও সংখ্যা):	
১৬.	কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কালো তালিকাভুক্ত থাকা সম্পর্কিত তথ্য: (হ্যাঁ/না, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নাম)	
১৭.	কর্মকর্তাগণের তথ্য (নাম, পদবী, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা):	১. ২. ৩. ...
১৮.	ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে গৃহীত ঋণ খেলাপী হিসেবে চিহ্নিত কিনা? (হ্যাঁ/ না)	
১৯.	অন্যান্য তথ্য (যদি থাকে):	

সংযোজনী-গ

মূল্যায়ন প্রক্রিয়া সংশ্লিষ্ট অধিকতর তথ্যাবলী

(জামানত মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পূরণীয়)

১.	সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কাজের অভিজ্ঞতা (বছর)	
২.	মোট স্থায়ী কর্মবলের সংখ্যা	
৩.	মোট কারিগরি দক্ষতাসম্পন্ন জনবলের সংখ্যা	
৪.	বর্তমানে জামানত/সম্পদ মূল্যায়ন কার্যক্রমে তফসিলি ব্যাংকসমূহের সাথে সংযুক্তি (ব্যাংকের সংখ্যা ও নাম)	
৫.	বর্তমানে জামানত/সম্পদ মূল্যায়ন কার্যক্রমে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযুক্তি (আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ও নাম)	
৬.	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান ব্যতীত জামানত/সম্পদ মূল্যায়ন কার্যক্রমে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযুক্তি (প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ও নাম)	
৭.	সার্ভেয়ার এর সংখ্যা	
৮.	প্রধান নির্বাহীর কাজের অভিজ্ঞতা (বছর)	
৯.	প্রধান মূল্যায়ক/সার্ভেয়ারের সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কাজের অভিজ্ঞতা	
১০.	ডিজিটাল জরিপ পরিচালনার সক্ষমতা (হ্যাঁ/না) (যেমন: যন্ত্রপাতি, সফটওয়্যার ইত্যাদি-প্রমাণ সংযুক্ত করতে হবে)	
১১.	আঞ্চলিক অফিসের সংখ্যা	
১২.	মোট কর্মচারীর তুলনায় যোগ্য সার্ভেয়ারের সংখ্যা (আমিনশিপ কোর্স এবং সম্পর্কিত অন্যান্য একাডেমিক সার্টিফিকেট রয়েছে এমন)	
১৩.	ব্যাংক হতে অ-তালিকাভুক্ত হলে তার তথ্য (সংখ্যা ও নাম)	
১৪.	পেশাদার কর্মীদের তথ্য (বিশেষায়িত যোগ্যতা, সংখ্যা ও ধরন)	
১৫.	আন্তর্জাতিক মূল্যায়ন স্ট্যান্ডার্ড (IVS) এর যথাযথ প্রয়োগ (হ্যাঁ/না)	
১৬.	সক্রিয় ওয়েবসাইট (হ্যাঁ/না) (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ওয়েবসাইটের এড্রেস)	
১৭.	ব্যবসায়িক ধারাবাহিকতার পরিকল্পনা (Business Continuity Plan) (হ্যাঁ/না) (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কোম্পানির BCA সংযুক্ত করতে হবে)	
১৮.	ভবিষ্যতের হুমকি (future threats) চিহ্নিতকরণ ও গৃহীত পদক্ষেপ (সর্বোচ্চ ৩টি)	

সংযোজনী-ঘ

মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার নিমিত্ত অধিকতর তথ্যাবলী

(ব্যাংক কর্তৃক পূরণীয়)

ব্যাংকের নাম:

জামানত মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠানের নাম	ক্রম	তথ্য	খুব ভালো	ভালো	সন্তোষজনক	প্রান্তিক	অসন্তোষজনক
	১.	সমজাতীয় প্রতিষ্ঠানের তুলনায় সংশ্লিষ্ট কাজে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের সুনাম/পারফরমেন্স					
	২.	রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড					
	৩.	মূল্যায়ন কার্যক্রমের সঠিকতা					
	৪.	সময়ানুগ কার্যসম্পাদন					
	৫.	স্পষ্টীকৃত রিপোর্ট এবং এর ব্যাখ্যা					
	৬.	অনৈতিক কার্যক্রমের সাথে সংযুক্তি					
	৭.	আন্তর্জাতিক মূল্যায়ন স্ট্যান্ডার্ড এর যথাযথ প্রয়োগ (IVS)					
	৮.	প্রতিষ্ঠানের মূল্যায়কের সুনাম					
	৯.	ব্যাংক কর্তৃক কোনো পর্যায়ে অ-তালিকাভুক্ত হয়েছে কিনা (হ্যাঁ/না)					
	১০.	গ্রাহক বা ব্যাংকের পক্ষে অনৈতিক মূল্যায়ন (অতিমূল্যায়ন/অবমূল্যায়ন) সংগঠিত হয়েছে কিনা (হ্যাঁ/না)					
	১১.	প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কাজের অভিজ্ঞতা (বছর)					
	১২.	প্রতিষ্ঠানের প্রধান মূল্যায়কের অভিজ্ঞতা (বছর)					

সংযোজনী-ঙ

বার্ষিক রিপোর্টিং ফরম্যাট
(জামানত মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য)

প্রতিষ্ঠানের নামঃ

বছরঃ

ক্রম	**তথ্য**	
১.	রিপোর্টিং বছরে জামানত মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যাংকের জামানত মূল্যায়ন করা হয়েছে এরূপ গ্রাহকের সংখ্যা	
২.	মূল্যায়িত ঋণগ্রহীতা এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ও শাখার নাম	১. ২. ৩.
৩.	মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত সম্পদের ধরন, পরিমাণ ও প্রাক্কলিত মূল্য ও অব্যবহিত পূর্বের মূল্যায়নের তথ্য (যদি থাকে)	১. ২. ৩.
৪.	অব্যবহিত পূর্বের মূল্যায়নের সাথে বর্তমান মূল্যায়নের পার্থক্যের কারণ (যদি থাকে)	
৪.	মূল্যায়ন কাজ সম্পাদন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের নাম, পদবী, যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা	
৫.	মূল্যায়ন কাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে গৃহীত সময় (গড়)	
৬.	ব্যাংক/ব্যাংকসমূহের সাথে সম্পাদিত চুক্তিনামা (সংখ্যা)	

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নিবার্হী কর্মকর্তা

(স্বাক্ষর ও প্রতিষ্ঠানের সীল)

তারিখঃ

সংযোজনী-চ

বার্ষিক রিপোর্টিং ফরম্যাট
(ব্যাংকসমূহের জন্য)

ব্যাংকের জামানত মূল্যায়ন করেছে এমন প্রতিষ্ঠানসমূহের তথ্যঃ

বছরঃ

ক্রম	জামানত মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠানের নামঃ			
১.	জামানত প্রদানকারী ঋণগ্রহীতা	১.	শাখার নাম	
		২.	ঋণ/বিনিয়োগের পরিমাণ	
		৩.	প্রদত্ত জামানতের প্রাপ্ত মূল্য	
		৪.	জামানতের ইতোপূর্বের মূল্যায়নে প্রাপ্ত মূল্য	
		৫.	ব্যাংকের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রাপ্ত মূল্য	
		৬.	মূল্যায়ন যথা সময়ে সম্পাদিত হয়েছে কিনা (হ্যাঁ/না)	
		৭.	মূল্যায়ন কাজ সম্পাদন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের নাম ও পদবী, যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা	
		৮.	জামানত মূল্যায়ন পদ্ধতি (আন্তর্জাতিক ভ্যালুয়েশন স্ট্যান্ডার্ড অনুসারে)	
		৯.	প্রযুক্তির ব্যবহার (হ্যাঁ/না)	
		১০	প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে ব্যাংকের পর্যবেক্ষণ	
২.	জামানত প্রদানকারী ঋণগ্রহীতা	১.	শাখার নাম	
		২.	ঋণ/বিনিয়োগের পরিমাণ	
		৩.	প্রদত্ত জামানতের প্রাপ্ত মূল্য	
		৪.	জামানতের ইতোপূর্বের মূল্যায়নে প্রাপ্ত মূল্য	
		৫.	ব্যাংকের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রাপ্ত মূল্য	
		৬.	মূল্যায়ন যথা সময়ে সম্পাদিত হয়েছে কিনা (হ্যাঁ/না)	
		৭.	মূল্যায়ন কাজ সম্পাদন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের নাম ও পদবী, যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা	
		৮.	জামানত মূল্যায়ন পদ্ধতি (আন্তর্জাতিক ভ্যালুয়েশন স্ট্যান্ডার্ড অনুসারে)	
		৯.	প্রযুক্তির ব্যবহার (হ্যাঁ/না)	
		১০	প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে ব্যাংকের পর্যবেক্ষণ	
৩.				

সংযোজনী-ছ

জামানত মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত অঙ্গীকারনামার নমুনাঃ

অঙ্গীকারনামা

এ মর্মে অঙ্গীকার করা যাচ্ছে যে, ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর সংশ্লিষ্ট ধারা পূরণকল্পে ব্যাংকসমূহের ঋণের বিপরীতে প্রদত্ত জামানত মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে তালিকাভুক্তির পূর্বে এবং পরে যে কোনো সময় আমার প্রতিষ্ঠান ..... -এ কোনো পূর্ব নোটিশ জারি করা ব্যতিরেকেই বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক যে কোনো ধরনের পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনাকালে আমরা পূর্ণ সহযোগিতা করতে বাধ্য থাকব।

এ মর্মে আরও অঙ্গীকার করা যাচ্ছে যে, উক্ত পরিদর্শনকালে পরিদর্শক/পরিদর্শকদলকে সহায়তা প্রদান এবং পরিদর্শনকালে যাচাইয়ের নিমিত্তে চাহিবামাত্র যে কোন তথ্য ও দলিলাদি সরবরাহ করতে আমরা বাধ্য থাকব।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নিবার্হী কর্মকর্তা

(স্বাক্ষর ও প্রতিষ্ঠানের সীল)

তারিখঃ